দৈনিক বাংলা

তারিখ ২০/২/৮১
পৃষ্ঠা . . . . কলাম . . . .

452

শহীদ দিবস আর এক বিতর্কে

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে
গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে
প্রতি অঙ্গ মোর

আজ একুশে ফেব্রুয়ারী। একুশে ফেব্রুয়ারীর সাথে এ কবিতার আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কিনা সেকথা নিশ্চয়ই বিতর্কিত। একুশে ফেব্রুয়ারী খালি পায়ে হাঁটতে হয়। মাজারে যেতে হয়। শহীদ মিনারে যেতে হয়। যেতে হয় বাংলা একাডেমী ও প্রেস ক্লাবে। শুনতে হয় গান। কবিতা। দেখতে হয় প্রদর্শনী। আজকের একুশে ফেব্রুয়ারীতে অন্য কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

তবু মাঝে মাঝে কিছু ঘটনা ঘটে। সে ঘটনার কোন ব্যাখ্যা থাকে না। এ ঘটনা যারা ঘটান তারা হয়ত জানেন না কি ঘটছে বা কি ঘটান হচ্ছে। সেই ঘটনায় মাঝে মাঝে কবিতার এ পংক্তি মনে করি।

এ কবিতা কি অশ্লীল। এমন কথা কেউ কোনদিন বলেনি। তবুও যদি কবিতার প্রতিটি শব্দ ভাগ ভাগ করে দেখা যায় তাহলে এ কবিতার ভিন্ন অর্থ পাওয়া যেতে পারে। এমনি করে ভাগ করতে গেলে তাজমহলও কতকগুলি ইটে পরিণত হবে। একটি একটি করে ইট পৃথক করে দেখলে তাজমহল হবে আর এক ভিন্ন বস্তু।

কিন্তু যেখানে কবিতার কোন রূপ নেই। কাব্যের কোন গন্ধ নেই। সাদা-মাটা জীবনে যখন সব কিছুই বিকৃতির উল্লাস। জন্তু-বিনের কাহিনী যখন ঘেয়ো কুকুরের সমর্থক। মাতা বা সহোদরা যখন অভিজাত এলাকায় স্বৈরিণী। তখন তো প্রশ্ন দেখা দেবেই। তখন তো প্রশ্ন দেখা দেবে এই উল্লাসের মাতনের জন্যে।

উল্লাস আমার পছন্দ। উল্লাস আমার জীবন। উল্লাস তো প্রাণের লক্ষণ। তবু বলব যে উল্লাস রূপকে ছেড়ে কুরূপকে খোঁজে। যে উল্লাস টলটলে পানির সমুদ্রে ক্লেদ খোঁজে সে উল্লাস নিশ্চয়ই কাম্য নয়। তবুও তো সে উল্লাসে চমক ভাঙে। রাত্রে অনেকে আতকে উঠে। দিনের বেলায় পথ চলতে ভয় পায়। উৎকট উল্লাস যেন মুখ ব্যাদান করে আসে।

সে উল্লাসের সাক্ষাৎ পাই আমরা মাঝে মাঝে আমাদের নিজের জগতে। এ ঘটনাও নতুন নয়। ঘটছে দীর্ঘ দিন ধরে। এবং সেক্ষেত্রে ফি-বছরের কাহিনী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পর্যায়ে এসে এই উল্লাস জীবনের মত উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

সব কিছু ছিঁড়েকেড়ে নিয়ে উপভোগ করতে চায়। এই উল্লাসে আনন্দ আছে। বেদনা আছে। আছে অনেক গভীর রাতে দশমীর চাঁদের দিকে তাকিয়ে অশ্রুপাতের কাহিনী। এই উল্লাসের সামনে আছে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে বিলীন হওয়ার আগে কেউ যদি জীবনটাকে আর একটু ভাল বাসতে চান, কেউ যদি জীবনটাকে আর একটু আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় যদি রোমন্থন করতে চায় ফেলে আসা অতীতকে তাহলে বলার কি থাকে, জীবন তো নিষ্করুণ মরুভূমি নয়। সেখানে মাঝে মাঝে মরূদ্যানও আছে। সে মরূদ্যানের স্মৃতি হঠাৎ করে কি ভোলা যাবে। ভোলা যাবে না বলেই বর্ষশেষে এসে সেই স্মৃতির রোমন্থন আর আনন্দের হিল্লোল।

এই আনন্দ শুধু উচ্ছ্বাস হলে তীর উপচে পড়বেই। সেই উপচে পড়া পানিতে কারো হয়ত বা সম্মানহানি হবে। কারো কারো কাছে সম্ভ্রমের প্রশ্ন দেখা দেবে। মনে হবে সকলকে যেন স্বৈরিণী বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রশ্ন উঠবে এর কি বিকল্প কিছু নেই? র‍্যাগ-ডে বা কম্বল দিবসের নামে জীবনকে কি এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে? ফেব্রুয়ারী মাসে এক পর্যায়ে যখন জীবন আর একটি মোহে আচ্ছন্ন। যখন আত্মানুসন্ধানের পালা শুরু হয়েছে। ফেলে আসা জীবনের কতকগুলি ছবি ভাসছে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এধরনের কোন কিছু ঘটলে গভীর বেদনার সৃষ্টি হবেই। সব অর্থই তখন কদর্থ হয়ে দাঁড়াবে। সুন্দর তখন ভয়ংকর হয়ে উঠবে।

শহীদ মিনারের কাছে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে হাঁটা মানুষটি তির্যক দৃষ্টি হানবে। কোথাও একটি বেদনা অনুভব করবে। সে বেদনা হয়তবা প্রকাশ করার ভাষা নেই, হয়তবা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলতে চাইবে........'গিলটি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল'। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্তি অপেক্ষা কুৎসিতা বন্য নারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরেজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙালী স্পৃহনীয়। ইংরেজী লেখক, ইংরেজী বাচক—সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরেজ ভিন্ন কখনো খাঁটি বাঙালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত প্রাণবন্ত বাঙালীরা বাংলা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

সত্যি কথা বলতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বছর শেষের ঘটনাগুলিকে 'প্রস্তরময়ী সুন্দর মূর্তি' 'গিলটি পিতল' আর ইংরেজী বাচক সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না? আজ একুশে ফেব্রুয়ারী। এধরনের কিছু লেখার কথা ছিল না। তবুও ভাবছি ব্যতিক্রম যদি কিছু থাকে থাক না। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য কোনক্রমেই সম্পদহীন নয়, এ সাহিত্যে কবিতা ও গানের দানের তাজমহল আছে। এই তাজমহলের ইট খুলে কোন লাভ নেই। সেখানে তাজমহলের নয় যারা ইট খুলছেন তাদের বিকৃত মানসিকতাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমি তাদের কিছু বলতে চাই না, শুধু বলতে চাই আপনাদের আনন্দ যেন আমার নিরানন্দ ডেকে না আনে। আপনার উল্লাস যেন আমাকে স্বৈরিণীর কথা স্মরণ করিয়ে না দেয়। উৎকট উল্লাস, উল্লাস নয়। বিকৃতির প্রতিফলন মাত্র।

—অনিকেত